শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কতো হওয়া উচিৎ?

দেশে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কতো হওয়া উচিৎ সে নিয়ে এর আগেও আমরা বিভিন্ন লেখা হিসাব ও যুক্তি উপস্থাপন করেছি। তার ধারাবাহিকতায় এই সংখ্যায় আরও কয়েকটি মতামত প্রকাশ করা হলো।

দেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশ আসে গার্মেন্টস খাত থেকে। গত বছর বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৩৪ বিলিয়ন ডলার, এর মধ্যে ২৮ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ২ লাখ ২৪ হাজার কোটি টাকা গার্মেন্টস খাত থেকে আয় হয়েছে। এ বছর গার্মেন্টস খাতে রপ্তানি আয় হবে ৩০ বিলিয়ন ডলার বা ২ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে। ১৯৭৮ সালে দুটি গার্মেন্টস কারখানা এবং ১২ হাজার ডলার রপ্তানি আয় দিয়ে যে শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেখানে আজ প্রায় ৪,৫০০টি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। ৪০ লাখ শ্রমিক এই শিল্পের সাথে যুক্ত। পৃথিবীতে ২৬টি গার্মেন্টস রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে সস্তা শ্রমিকের দেশ। অন্যদিকে চীনের পর বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম গার্মেন্টস রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে।

একজন শ্রমিক নির্দিষ্ট সময় কাজ করার পর কাজের বিনিময়ে যে অর্থ পায় তাকে মজুরি বলে। মজুরি সাধারণত মাসিক ভিত্তিতে হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক, দৈনিক বা পিস রেট ইত্যাদি রূপেও হতে পারে। আইএলও কনভেনশনের ১৩১ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'সর্বনিম্ন মজুরি অবশ্যই আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রয়োজন, জীবনযাত্রার ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।' বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক কর্মীর নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষায় সক্ষম এমন ন্যায্য পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে।'

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ন্যূনতম মজুরির বিধান আছে। অন্তত ৯০টি দেশে ন্যূনতম মজুরি আইন করে নির্ধারণ করা হয়। ন্যূনতম মজুরি আইন প্রথম করা হয় নিউজিল্যান্ডে ১৮৯৬ সালে। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৯৯ সালে, ব্রিটেনে ১৯০৯ সালে, শ্রীলঙ্কায় ১৯২৭ সালে, ১৯৩৬ সালে ভারতে এবং ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানে প্রবর্তন করা হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে বিবেচনায় নিয়ে ফ্রান্স, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, স্পেন, মরিশাস, মেক্সিকো, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে প্রতিবছর মজুরি পুনর্নির্ধারণ করা হয়। কানাডায় করা হয় দুই বছর পর পর। বাংলাদেশে পাঁচ বছর পর পর মজুরি পুনর্নির্ধারণের আইন করা হয়েছে।

মজুরি কত হলে বাংলাদেশের বিবেচনায় তা ন্যূনতম মজুরি হবে?

সাধারণভাবে একজন মানুষের জন্য দিনে কত তাপশক্তি লাগে, এটা হিসাব করতে হলে বিভিন্ন কাজে কত কিলোক্যালরি তাপ লাগে তা জানা দরকার। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের একজন মানুষের প্রতি মিনিটে কোন কাজে কত তাপশক্তি প্রয়োজন হয় তার একটি বিজ্ঞানসম্মত হিসাব আছে। যেমন–মাঝারি গতিতে হাঁটলে (১২ মিনিটে ১ কিলোমিটার) প্রতি মিনিটে ৪ কিলোক্যালরি, মাঝারি ধরনের কাজে প্রতি মিনিটে ৩ কিলোক্যালরি, ঘরের কাজে ২ কিলোক্যালরি, বসে থাকতে (টিভি দেখা, গল্প করা) ১.৫ কিলোক্যালরি, ঘুমানোতে প্রতি মিনিটে ১ কিলোক্যালরি প্রয়োজন হয়।

এই হিসাবে একজন গার্মেন্টস শ্রমিকের প্রতিদিন কত কিলোক্যালরি তাপ প্রয়োজন :

৮ ঘণ্টা কাজ (৮×৬০×৩)	= ১,৪৪০ কিলোক্যালরি
৮ ঘণ্টা ঘুম (৮×৬০×১)	= ৪৮০ কিলোক্যালরি
১ ঘণ্টা বিরতি (১×৬০×১.৫)	= ৯০ কিলোক্যালরি
২ ঘণ্টা ওভারটাইম (২×৬০×৩)	= ৩৬০ কিলোক্যালরি
২ ঘণ্টা ঘরের কাজ (২×৬০×২)	= ২৪০ কিলোক্যালরি
২ ঘণ্টা অবসর, আড্ডা, গল্প (২×৬০×১.৫)	= ১৮০ কিলোক্যালরি
১ ঘণ্টা হাঁটা : কর্মক্ষেত্রে যাওয়া-আসা (১×৬০×৪)	= ২৪০ কিলোক্যালরি
সর্বমোট	**= ৩,০৩০ কিলোক্যালরি**

সাধারণ হিসাবে নারী শ্রমিকদের কিছুটা কম কিলোক্যালরি তাপ লাগবে। কিন্তু নারীদের আবার সন্তান ধারণ করলে কিংবা প্রসব-পরবর্তী সময়ে খাবার ও পুষ্টি বেশি লাগে। এখানে আরো একটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। নারী শ্রমিকদের কর্মসময় কিন্তু অনেক বেশি। কারণ কারখানা ও ঘরের কাজ দুটোই তাকে করতে হয়। গার্মেন্টসের একজন নারী শ্রমিক ঘুমায় কতক্ষণ? এক হিসাবে দেখা গেছে, মাত্র ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা সে ঘুমানোর সময় পায়। তাকে রান্নার জন্য লাইন দিতে হয়, বাথরুমে যাবার জন্য লাইন দিতে হয়। ঘরের কাজের কারণে ফ্যাক্টরিতে দেরিতে গেলে মজুরি কেটে নেয়া বা অনুপস্থিত দেখানো হয়, ফলে ঘুম বা বিশ্রামের সময় কমিয়ে তাকে কাজে ছুটতে হয়।

সুষম খাদ্য দ্বারা মানুষের দৈনিক ক্যালরির প্রয়োজন মেটালে শারীরিক সুস্থতা ও কর্মশক্তি রক্ষা করা সম্ভব। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, মোট খাদ্যের ৫৭ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট, যেমন–চাল-আটা দ্বারা, ৩০ শতাংশ চর্বিজাতীয় খাবার, যেমন–তেল-ঘি-মাখন দ্বারা এবং ১৩ শতাংশ প্রোটিনজাতীয় খাদ্য, যেমন–মাছ-মাংস, ডিম-দুধ দ্বারা পূরণ করা দরকার। ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ খুবই প্রয়োজন, রোগ প্রতিরোধ এবং শক্তি ব্যবহার করার জন্য। খনিজ পদার্থ আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম শক্তি উৎপাদন করে না, কিন্তু এগুলোর অভাব হলে শরীর কর্মক্ষম থাকতে পারে না। ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্যের জন্য শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়া প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয় শক্তি ও পুষ্টি অর্জন করার জন্য বাজারে প্রাপ্ত সস্তা খাবার দ্বারা যদি একজন শ্রমিক তার শক্তি ও পুষ্টি রক্ষা করতে চায়, তাহলে

প্রতিদিন নিম্নরূপ খরচ হবে : খাদ্য ও পরিমাণ

খাবারের নাম	খাদ্য থেকে প্রাপ্ত ক্যালরি	বাজারমূল্য (টাকা)
১. চাল ৫০০ গ্রাম (৩ বেলা ভাত খেলে)	২০০০	২৪.০০
২. ডাল ৬০ গ্রাম	২০০	০৭.০০
৩. তেল (সয়াবিন) ৫০ মিলিলিটার	৪৫০	০৬.০০
৪. ডিম ১টি	৭০	০৮.০০
৫. মাছ ৬০ গ্রাম (ছোট এক টুকরা)	৮০	১০.০০
৬. আলু ১০০ গ্রাম	১০০	০৩.০০
৭. শাকসবজি ১৫০ গ্রাম	৫০	০৫.০০
৮. কাঁচা মরিচ, মসলা, হলুদ	-	০৫.০০
৯. ফল : ১টি কলা (মৌসুমি ফল)	৫০	০৭.০০
১০. রান্নার খরচ (লাকড়ি বা কেরোসিন খরচ)		২০.০০
১১. চা-নাশতা		১৫.০০
সর্বমোট	**৩০০০ কিলোক্যালরি**	**১১০.০০ টাকা**

(আমরা জানি অসুস্থ হলে পথ্যসহ অন্যান্য খরচ বাড়ে, আবার শিশুদের ভাত কম লাগে কিন্তু অন্যান্য খরচ বেশি)

তাই সব মিলে গড়ে জনপ্রতি ১১০ টাকা প্রতিদিনের খরচ ধরলে ৫ জনের পরিবারের খরচ কত?

খাওয়া খরচ (১১০×৫×৩০)	= ১৬,৫০০
বাসাভাড়া {ভাড়া (৪০০০)+পানি+বিদ্যুৎ)}	= ৫,০০০
যাতায়াত–২ জন কর্মজীবী মানুষ (৫০০×২)	= ১,০০০
চিকিৎসা (২০০×৫)	= ১,০০০
শিক্ষা খরচ	= ২,০০০
অতিথি আপ্যায়ন	= ১,৫০০
তেল, সাবান, টুথপেস্ট, সেভিং কিটস, ক্রিম, পাউডার	= ৫০০
জুতা, স্যান্ডেল	= ২০০
মোবাইল খরচ	= ৪০০
টিভি (ডিশ) খরচ	= ৩০০
মাসিক সঞ্চয়	= ১০০০
পোশাক (বছরে ৪ সেট কাপড়, বিছানার চাদর)	= ১,০০০
সর্বমোট	**= ৩০,৪০০ টাকা**

এখানে বিনোদন, আকস্মিক অসুস্থতা, ঈদ-পূজা উৎসব খরচ, গ্রামের বাড়ি যাওয়ার যাতায়াত খরচ হিসাবে ধরা হয়নি। এগুলো ছাড়া কি মানুষের জীবন চলে? না। কে না চায় তার সন্তান সুস্থ থাক, শিক্ষিত হোক। বৃদ্ধ বয়সে যখন কর্মক্ষমতা থাকে না তখন একজন মানুষ ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ে। এই অসহায় সময়ে জীবনধারণের জন্য সঞ্চয় করা বা সন্তানের ওপর নির্ভর করতে সবাই চায়। ভবিষ্যতের জন্য বা যে কোন বিপদ-আপদের সময় কাজে লাগাবার জন্য কোন সঞ্চয় কি শ্রমিক করবে না? শ্রমিক কি তাদের মা-বাবার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে না? যদি নিতে হয় তাহলে তার মজুরি কত হওয়া উচিত? একটা প্রশ্ন আসতে পারে, চাকরির শুরুতেই তো শ্রমিকের বিয়ে এবং সন্তান-সন্ততি হবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিয়ের আগে শ্রমিকের কাঁধে থাকে মা-বাবা ভাই-বোনের দায়িত্ব–এটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? তাহলে কর্মজীবনের শুরুতে একজন শ্রমিকের বেতন কত হওয়া উচিত? একটি সাধারণ হিসাবে দেখানো হয়, কোন পরিবারের মাসিক মোট ব্যয়ের অন্তত ৬০ শতাংশ প্রধান উপার্জনকারীর আয় থেকেই আসে। তাই আমরা মনে করি, শ্রমশক্তি দ্বারা যা উৎপাদন হয় এবং জীবন ধারণ করতে যা যা প্রয়োজন হয় তার মূল্য বিবেচনা করে শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরি কমপক্ষে ১৮,০০০ টাকা হওয়া উচিত।

মজুরি বাড়ালে গার্মেন্টস চলে যাবে অন্য দেশে–এই ধারণা অমূলক

মজুরি কত কম দিলে বিদেশের বাজার ধরে রাখা যাবে অথবা মজুরি বাড়লে পণ্যের দামের ওপর কতটা প্রভাব পড়বে সে সম্পর্কে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে গার্মেন্টস শিল্প অন্য দেশে চলে যাবে কি না।

ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ২০১৩ সালের ১০ মে এক গবেষণা প্রতিবেদনে জানায়, বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি দ্বিগুণ করলে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে একটি টি-শার্টের দাম বাড়বে মাত্র ৩ সেন্ট। আমেরিকায় একটি টি-শার্টের দাম ৩ থেকে ১৫ ডলারের মধ্যে। বিভিন্ন কারণে সেখানে টি-শার্টের দাম ১০ থেকে ৩০ সেন্ট বাড়ে-কমে। তাহলে ৩ সেন্ট দাম বাড়লে সেখানকার ক্রেতারা টি-শার্ট কিনবে না এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে দেশি মালিক আর বিদেশি মালিক বায়াররা মিলে শ্রমিককে কম মজুরি দেয়ার জন্য মিথ্যা ভূতের ভয় দেখায়।

পিএইচ গার্মেন্টস থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে এসেছে, তাকে জায়গা দেয়া হয়েছে কর্ণফুলী এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে। মালয়েশিয়া থেকে সব কারখানা বন্ধ করে বাংলাদেশে এসেছে গ্লোবাল লেবেল। স্যামসাং বাংলাদেশে আসতে চায়। বেপজার কাছে ৫০০ প্লট চেয়েছে তারা। চট্টগ্রাম ইপিজেডের পাশে একটি জায়গার কথা ভাবছে বেপজা। চীনের পাঁচটি বড় কোম্পানি মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আসতে চায়। এ সবই কিন্তু সস্তা ও দক্ষ শ্রমশক্তির কারণে। পোপ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, বাংলাদেশে শ্রমদাস ব্যবস্থা চলছে। এই দাসরা যদি একটু পেট ভরে খাওয়ার মত ব্যবস্থা, রাতে ঘুমানোর জন্য ভাড়া করে থাকার মত ঘর এবং কোন রকমে বাঁচার মত মজুরি পেতে চায়, তাহলে রব ওঠে–গার্মেন্টস আর থাকবে না। এ ধরনের কথা বলার উদ্দেশ্য হল, শ্রমিকদের গার্মেন্টস অন্য দেশে চলে যাওয়া ও চাকরি হারানোর ভয় দেখিয়ে কম মজুরির ফাঁদে আটকে রাখা। বাংলাদেশের প্রচুর শ্রমশক্তি এবং দক্ষ শ্রমিককে এরা সস্তা মজুরির ফাঁদে আটকে রাখতে চায়।

[সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের মুখপত্র 'অধিকার' ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত বক্তব্যের সারসংক্ষেপ]

বৈষম্যের চালচিত্র:

ঢাকা শহরে অবস্থিত অতি উচ্চবিত্তের সন্তানদের স্কুল–'আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকা'তে ১ম শ্রেণীর একজন ছাত্রের বেতন ও অন্যান্য ফি বাবদ বছরে পরিশোধ করতে হয় ৩৪ লক্ষ ১৬ হাজার ১২০ টাকা (৪১,৬৬০ ডলার)। এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে একজন ৭ম গ্রেডের গার্মেন্ট শ্রমিককে ৩৫ বছর ধরে বেতন দেয়া যাবে! (ওভারটাইম সহ গড়ে ৮০০০ টাকা ধরে)

বেতন ও ফি সংক্রান্ত তথ্যটি স্কুলটির ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত তথ্য থেকে হিসেব করা।